أَلْفُ سُنَّةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

দিনে-রাতে
হাজার সুন্নাহ

মূল

খালেদ আল-হুসাইনান

অনুবাদ, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন

মাসঊদুর রহমান নূর

সবুজপত্র

দিনে-রাতে হাজার সুন্নাহ

[SP-ID 102-25]
প্রকাশক: মুহাম্মাদ হেলাল উদ্দিন, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭, মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৯০-৯৪
website: www.sobujpatro.com

স্বত্ব: সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: মে, ২০২৫ ঈ.

প্রচ্ছদ: দেলোয়ার হোসেন

মূল্য: **১৪০** (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

أَلْفُ سُنَّةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
تأليف: خالد الحسينان
ترجمة: مسعود الرحمن نور
الناشر: مكتبة سبوز بترو، داكا، بنغلاديش

Thousand Sunnah in Day and Night
Compiled by Khaalid Al-Husaynaan
Translated into Bangla Masudur Rahman Noor
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: BDT **140** (One Hundred Fourty) only.

ISBN 978-984-541-006-9

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বিষয়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বই প্রকাশ হলো।

শাইখ খালেদ আল-হুসাইনান সংকলিত 'আলফু সুন্নাতিন ফিল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাতি' গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছেন, শ্রদ্ধেয় মাসঊদুর রহমান নূর। সবুজপত্র থেকে প্রকাশিত তাঁর অনূদিত 'আল-কুরআনুল কারীম' ও 'রিয়াদুস সালেহীন'-সহ বেশ কিছু গ্রন্থ সুধি মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আল-হামদুলিল্লাহ!

'দিনে-রাতে হাজার সুন্নাহ' অনুবাদ করার সময় তিনি দেখেছেন প্রাত্যহিক জীবন ঘনিষ্ট আরো কিছু সুন্নাত রয়েছে, যেগুলো সংযোজন করলে গ্রন্থটি আরো সমৃদ্ধ হবে। একই সাথে তিনি ঘটমান উপলক্ষ্যের বেশ কিছু দুআ শেষ অংশে পরিবেশন করেছেন, যা মূল বইয়ে ছিলো না।

কোনো মুসলিমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ চলার পথ-নির্দেশের জন্য সংক্ষিপ্ত কলেবরের এ পুস্তকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, "হে মহান রব! আমাদেরকে দীনের ইলম দান করুন। আমাদের কাজে ইখলাস ও বারাকাহ দান করুন। আমাদের জীবনকে মহানবী'র সুন্নাতের আমলে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করুন।" আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
ই-মেইল: helalrk@gmail.com

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন এবং মানুষের নিকট তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। সাথে সাথে মাগফিরাত কামনা করছি, তার সঙ্গী-সাথীসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল উম্মতের জন্য।

'সুন্নাত' শব্দের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ- ছবি, প্রতিচ্ছবি, অনুসৃত পথ, প্রকৃতি, জীবনপদ্ধতি, কর্মধারা, আদর্শ ইত্যাদি। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

والسُّنَّةُ إِذَا أُطْلِقَتْ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْهُ وَنَدَبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا مِّمَّا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيْزُ، وَلِهَذَا يُقَالُ فِيْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَيْ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيْثُ.

অর্থাৎ, শরীয়তে যখন সুন্নাত শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মহাগ্রন্থ কুরআনে সরাসরি উল্লেখ করা হয় নি; এমন যে সব বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন বা যেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে দিকে আহ্বান করেছেন। এ জন্যই বলা হয়, শরীয়তের দলীল হলো, কিতাব ও সুন্নাত। অর্থাৎ, কুরআন এবং হাদীস।[১]

সাধারণ অর্থে 'সুন্নাত' বলতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক জীবনাদর্শকেই বুঝি। আর, তাঁর

---

১. লিসানুল আরব, ইবনুল মুনযির (سنن)-১৩/১২৪।

এই জীবনাদর্শ মানেই হলো, 'দীন'। ইবাদাতের মধ্যে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মানেই দীনের মধ্যে তাহরিফ বা পরিবর্তন। দীনকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণতা দানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলের জীবনাদর্শকে 'সর্বোচ্চ আদর্শ' হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। বস্তুত, আল্লাহর এই ঘোষণার পর দীনের মধ্যে কোনো ধরণের কম-বেশি, যোগ-বিয়োগ করার কোনো সুযোগ আর নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইবাদাতকে যখন যেভাবে করেছেন, সেটিকে তখন সেভাবেই করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলে তা বিদআত অথবা 'খিলাফুস সুন্নাহ' হিসেবে অগ্রাহ্য হবে।

তবে, সুন্নাতের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে মুহাদ্দিসিন, ফুকাহায়ে কেরাম এবং উসূলবিদগণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।

মুহাদ্দিসদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা যেই মানুষকে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তথা 'সর্বোত্তম আদর্শ' হিসেবে ঘোষণা করেছেন; সেই 'কুদওয়াহ' তথা আদর্শ ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তালাশ করা। খুব সামান্য কিছুও যাতে বাদ পড়ে না যায়, জানার আড়ালে না থাকে; সেজন্য তারা তাঁর জীবনের সবটুকু সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং, মুহাদ্দিসদের নিকট 'সুন্নাত' হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরোটা জীবনের যাবতীয় কথা, কাজ, আদেশ, নিষেধ, স্বভাব, অভ্যাস ইত্যাদি সবকিছু। তাদের পরিভাষায় সুন্নাত হলো-

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيْرَاتُهُ وَصِفَاتُهُ الْخِلْقِيَّةُ وَالْخُلُقِيَّةُ، وَسَائِرُ أَخْبَارِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ أَمْ بَعْدَهَا.

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
কিভাবে আপনি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করবেন?	১৫
দিনে-রাতে হাজার সুন্নাহ	
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সুন্নাতসমূহ	২৫
শৌচাগার তথা টয়লেটে প্রবেশ এবং বের হবার সুন্নাতসমুহ	২৯
ওযূর সুন্নাতসমূহ	৩০
মিসওয়াক	৪১
জুতা পরার সুন্নাত	৪৪
পোশাকের সুন্নাত	৪৭
ঘরে প্রবেশ করা ও বের হবার সুন্নাত	৪৮
মাসজিদের দিকে যাওয়ার সুন্নাতসমূহ	৫২
আযানের সুন্নাতসমূহ	৫৭
ইক্বামাতের সুন্নাতসমূহ	৬০
সালাত আদায়ের সময় ‘সুতরাহ’ গ্রহণ	৬২
‘সুতরাহ’-সংশ্লিষ্ট মাসায়েল	৬৩
দিনে-রাতে আদায় করা নফল সালাতসমূহের সুন্নাত	৬৫
কিয়ামুল লাইলের সুন্নাতসমূহ	৭০
সালাতুল বিতরের সুন্নাত	৭৯
ফজরের সুন্নাত	৮১
ফজরের সালাতের পর বসে থাকা	৮৩
সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্বাওলী সুন্নাতসমূহ	৮৪
সালাতের ফে’লী সুন্নাত	৯০

কিভাবে আপনি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করবেন?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা পরম দয়ালু ও অসীম ক্ষমাশীল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য; যিনি সম্মানিত ও পরাক্রমশালী, সকল অন্তর ও দৃষ্টিসমূহের পরিবর্তনকারী এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী। আমি সর্বদা তাঁর প্রশংসা করি, প্রতিটি সকালে ও সন্ধ্যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আর, এটিই হলো সেই অত্যাবশ্যকীয় সাক্ষ্য; যেটি সাক্ষ্যদাতাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁরই মনোনীত নবী। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম, রহমত ও ক্ষমা বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদের উপর; তাঁর পরিবার, তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর সাথীদের উপর; যারা সত্যিকার অর্থেই মর্যাদা ও সম্মানলাভের উপযুক্ত। যতদিন আসমান ও যমীন টিকে থাকবে, দিবারাত্রির আবর্তন যতদিন জারী থাকবে; এই সালাত এবং সালামও ততদিন জারী থাকুক।

একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তার সকল কথা ও কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। প্রতিটি নতুন দিনের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাবতীয় কর্মতৎপরতায় একজন মুসলিমকে এমনভাবে সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, যাতে তার জীবনটা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। কারণ, রাসূলের জীবনাচরণের মাঝেই রয়েছে মুমিনের নাজাতের পাথেয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা বলেছেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾

“(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শেষ দিনের সাফল্যের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ!”[১]

যুন্নুন আল-মিসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “আল্লাহর জন্য মহব্বতের আলামত হলো- আখলাক ও আমল ইত্যাদি সর্ববিষয়ে তাঁর হাবিবের অনুসরণ করা, তাঁর হাবিবের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা বলেছেন,

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

“বলে দিন; যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[২]

---

১. সূরা ৩৩; আল-আহযাব ২১।
২. সূরা ৩; আলে-ইমরান ৩১।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ[১] বলেছেন, 'সুতরাং, আল্লাহর জন্য মানুষের ভালোবাসার যথার্থ নিদর্শন হলো- তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করা'।

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে ফয়সালা করে দিচ্ছে যে, প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করে, অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে চলে না; সে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুহাম্মাদী শরীয়ত ও দীনের যথাযথ অনুসরণ না করবে, ততক্ষণ তার 'আল্লাহকে ভালোবাসা'র দাবী বাস্তবায়িত হবে না।[২]

কাজেই, আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের অবস্থান নির্ধারিত হবার মাপকাঠি হলো 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ'। নিজের জীবনে যে যত বেশি সুন্নাতের বাস্তবায়ন করবে, আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা ততই উন্নত ও সুউচ্চ হবে।

মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে অত্র পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। যাতে করে তারা তাদের ইবাদাত-বন্দেগী, তাদের নিদ্রা ও জেগে থাকা, তাদের পানাহার, মানুষের সাথে তাদের উঠাবসা ও আচার-ব্যবহার, পবিত্রতা অর্জন, ঘর-বাজার-বাথরুম ইত্যাদি স্থানে প্রবেশ করা ও বের হওয়া, পোশাক পরিধান... ইত্যাদি যাবতীয় কর্মতৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতগুলো জানতে পারে এবং নিজেদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন তো! আমাদের কারও কোনো সম্পদ নষ্ট হলে বা কিছু টাকা-পয়সা হারিয়ে গেলে আমরা সেটার

---

১. আবু সাঈদ হাসান ইবনে ইয়াসার আল-বসরী (২১-১১০ হি)।

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১।

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সুন্নাতসমূহ

১. হাত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের চিহ্ন মুছে ফেলা

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ ও ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এটিকে মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠে বসলেন। অতঃপর নিজের হাত দিয়ে মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের চিহ্ন মুছলেন।[১]

২. আল্লাহর যিক্‌র বা দু'আ পাঠ করা

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তিনি বলতেন,

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ»

"প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে (নিদ্রারূপ) মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকেই হবে সকলের পুনরুত্থান।"[২]

---

১. সহীহ বুখারী: ১৮৩, সহীহ মুসলিম: ৭৬৩।

২. সহীহ বুখারী: ৬৩১২, ৭৩৯৪, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৪৯।

কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যিক্‌রটি পড়তেন,

«الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ»

"প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার দেহকে সুস্থ রেখেছেন, আমার রূহকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিক্‌র করার সুযোগ দিয়েছেন।"[১]

৩. মিসওয়াক করা

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

অর্থাৎ, রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, তিনি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত-মুখ ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে নিতেন।[২]

ঘুম থেকে জাগার পর মিসওয়াক করার ফায়দা হলো-

* এর মাধ্যমে ঘুমের প্রভাব কেটে গিয়ে প্রফুল্লতা ও প্রাণশক্তি ফিরে আসে
* নিদ্রাজনিত কারণে মুখে যে দুর্গন্ধ হয়, সেটি দূর হয়ে যায়।

৪. সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

১. সুনানে তিরমিযী: ৩৪০১।

২. সহীহ বুখারী: ২৪৫, সহীহ মুসলিম: ২৫৫, সুনানে আবু দাউদ: ৫৫।

শৌচাগার তথা টয়লেটে প্রবেশ এবং বের হবার সুন্নাতসমূহ

১. প্রবেশের সময় বাম পা আগে দেবে এবং বের হওয়ার সময় আগে দেবে ডান পা

২. প্রবেশের সময় দু'আ পাঠ করা

«اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পুরুষ ও স্ত্রী শয়তানদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"[১]

৩. টয়লেট থেকে বের হবার সময় দু'আ পাঠ করা

«غُفْرَانَكَ»

"(হে আল্লাহ)! আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।"[২]

প্রতিটি মানুষ পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে প্রতিদিন কয়েকবার টয়লেটে আসা-যাওয়া করে। উপরোক্ত সুন্নাতগুলো যদি সে আমলে রাখে, তাহলে দুটো করে চারটি সুন্নাত তার পালন করা হয়ে যাবে।

---

১. সহীহ বুখারী: ৬৩২২, সহীহ মুসলিম: ৩৭৫।

২. সুনানে আবু দাউদ: ৩০, সুনানে তিরমিযী: ৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩০০।

ইস্তেঞ্জার সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু সুন্নাত-

৪. টয়লেটে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُوْلَ: بِاسْمِ اللهِ»

"জীনদের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হলো; যখন তাদের কেউ শৌচাগারে প্রবেশ করে, সে যেন বলে- 'বিসমিল্লাহ'।"[১]

৫. কিবলামুখী হয়ে ইস্তেঞ্জার জন্য না বসা

আবূ আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

"তোমাদের কেউ যখন পায়খানা করতে বসো; তখন কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসবে না; বরং তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।"[২]

১. সুনানে তিরমিযী: ৬০৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৯৭।

২. সহীহ বুখারী: ৩৯৪, সহীহ মুসলিম: ২৬৪। যেহেতু, মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে তাই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করে বসার কথা হাদীসে এসেছে। বাংলাদেশ থেকে যেটা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ফিরে বসা হবে।

ওযূর সুন্নাতসমূহ

১. বিসমিল্লাহ বলে ওযূ শুরু করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»

"ওযূতে যে আল্লাহর নাম নেয় নি, তার ওযূ হয়নি (তার ওযূ অসম্পূর্ণ)।"[১]

২. ওযূর শুরুতে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

৩. মুখমণ্ডল ধোয়ার আগে কুলি করা এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নেয়া।

৪. নাক পরিষ্কার করার সময় ডান হাত দিয়ে নাকে পানি দেয়া এবং বাম হাতে নাক ঝাড়া।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا

অর্থাৎ, তিনি তাঁর উভয় হাতের তালুতে তিনবার পানি ঢেলে ধুয়ে নিলেন, অতঃপর ডান হাত পানির পাত্রের মধ্যে ঢোকালেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকি পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন...[২]

৫. গড়গড়ার সাথে কুলি করা এবং নাকের ভিতর যথাযথভাবে পানি ঢুকিয়ে পরিষ্কার করা। তবে, এই সুন্নাতটি রোযাদারের জন্য

---

১. সুনানে আবু দাউদ: ১০২।

২. সহীহ বুখারী: ১৫৯, সহীহ মুসলিম: ২২৬।

নয়। লাক্বিত ইবনে সাবেরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওযূ শেখাতে গিয়ে বলেছেন,

«وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا»

"তুমি যদি রোযাদার না হয়ে থাকো, তাহলে নাকের ভেতর যথাযথভাবে পানি পৌঁছিয়ে পরিষ্কার করো।"[১]

«اَلْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ» দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুখের ভিতর পানি নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করা যাতে গলা পর্যন্ত ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়।

«اَلْمُبَالَغَةُ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ» দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নাকের ভেতর যতদূর সম্ভব পানি পৌঁছিয়ে নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেয়া।

৬. একই আঁজলা পানি থেকে থেকে কুলি করা ও নাকের ভেতর পানি পৌঁছানো, যাতে উভয়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতার সুযোগ তৈরি না হয়। হাদীসে এসেছে-

ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তিন কোষ পানি নিলেন এবং তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন...।[২]

---

১. সুনানে আবু দাউদ: ১৪২, সুনানে তিরমিযী: ৩৮, সুনানে নাসায়ী: ৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০৭।

২. সহীহ বুখারী: ১৯২, সহীহ মুসলিম: ২৩৫।

সালাত আদায়ের সময় 'সুতরাহ' গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»

"তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, সে যেন একটি সুতরাহ গ্রহণ করে সেটির কাছাকাছি দাঁড়ায়; আর সে যেন কাউকে তার ও সুতরাটির মাঝখান দিয়ে যেতে না দেয়।"[১]

সালাতে দাঁড়ানোর সময় 'সুতরাহ' গ্রহণের ক্ষেত্রে এই হাদীসটি একটি 'আম দলীল, যা সর্বস্তরের মুসল্লী ও মুসাল্লা-কে শামিল করে। অর্থাৎ, সালাত আদায়কারী পুরুষ হোক বা নারী হোক, সালাত আদায়ের জায়গাটি মাসজিদ হোক বা ঘর হোক; সুতরাহ গ্রহণের নির্দেশনা সর্বজন ও সর্বক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। অথচ, প্রায়শই নজরে পড়ে যে, অনেকেই এই সুন্নাতটিকে উপেক্ষা করে 'সুতরাহ' ছাড়াই সালাত আদায় করছে।

একজন মুসলিমের জন্য দিনে-রাতে বেশ কয়েকবার সুন্নাতটির উপর আমল করার সুযোগ তৈরি হয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের সাথের সুন্নাতগুলো আদায়ের সময়, সালাতুদ দুহা-তাহিয়্যাতুল ওযূ বা বিতরের সালাত আদায়ের সময় সে 'সুতরাহ' গ্রহণ করবে। নারীরা যদি ফরয সালাত ঘরেই আদায় করে, তখন সে 'সুতরাহ' গ্রহণ করবে। এমনিতে, জামাতে সালাত আদায়ের সময় ইমাম-ই মুসল্লীদের জন্য সুতরাহ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

***

---

১. আবু দাউদ: ৬৯৭; নাসায়ী: ৭৫৭, ইবনে মাজাহ: ৯৫৪।

‘সুতরাহ’-সংশ্লিষ্ট মাসায়েল

১. ‘সুতরাহ’ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সালাত আদায়কারী ক্বিবলার দিকে যেকোনো কিছু একটা স্থাপন করলেই চলবে। সেটা দেয়াল হতে পারে, লাঠি-খুঁটি বা স্তম্ভ যে কোনো কিছুই হতে পারে। আর, ‘সুতরাহ’র প্রস্থের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।

২. ‘সুতরাহ’র উচ্চতা কতটুকু হবে? সাধারণত উটের হাওদার পেছনের অংশে যে উচ্চতার খুঁটি বা কাঠ থাকে, সেটির সমপরিমাণ উচ্চতার হলেই ‘সুতরাহ’ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সে হিসেবে এক বিঘত পরিমাণ খুঁটি-ই ‘সুতরাহ’ হিসেবে গ্রহনযোগ্য। হানাফীদের কাছে এর সম্ভাব্য উচ্চতা প্রায় বারো সেন্টিমিটার। মালিকীদের নিকট ৯ সেন্টিমিটার এবং শাফেয়ী ও হাম্বলীদের নিকট পনেরো সেন্টিমিটার।

ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»

“তোমাদের কেউ নিজের সামনে বাহনের হাওদা-র পেছনের কাঠের ন্যায় কিছু রেখে নিশ্চিন্তে সালাত আদায় করতে পারে। এর পেছন দিয়ে যে-ই অতিক্রম করুক, সেটা নিয়ে তার আর ভাবতে হবে না।”[১]

---

১. সহীহ মুসলিম: ৪৯৯।

সালাতের পরের সুন্নাতসমূহ

ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরের যিক্‌র ও দু'আ

১. «أَسْتَغْفِرُ اللهَ» (আস্তাগফিরুল্লাহ) তিনবার।

তারপর পড়বে-

«اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

'হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়। শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহামহিম মহা সম্মানিত সত্তা'![১]

২. আরো পড়বে-

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা কিছু দান করেন, সেটা আটকানোর সাধ্য কারও নেই। আর, আপনি যদি কিছু আটকে রাখেন, সেটা ছাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা কেউ রাখে না। প্রভাবশালী ক্ষমতাবান কারও এই সাধ্য নেই যে, আপনার কোনো উপকার করে'।[২]

---

১. সহীহ মুসলিম: ৫৯১।

২. সহীহ বুখারী: ৮৪৪, সহীহ মুসলিম: ৫৯৩।

৩. পড়বে-

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ»

"আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি ছাড়া ভালো কাজের তাওফিক দান করার জন্য অপর কোনো সহায় নেই, মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যও তিনি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। একমাত্র তিনি ছাড়া আমরা আর কারও ইবাদাত করি না। নেয়ামতরাজী তাঁর, সকল অনুগ্রহ তাঁর, যাবতীয় সুন্দর প্রশংসাও শুধু তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁকেই মেনে চলি; কাফিররা যতই তা অপছন্দ করুক।"[১]

৪. «سُبْحَانَ اللهِ» সুবহানাল্লাহ, «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ» আল-হামদুলিল্লাহ, «اللهُ أَكْبَرُ» আল্লাহু আকবার; প্রতিটি ৩৩ বার করে।

এর সাথে শততম যিক্‌র হিসেবে পড়বে-

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ»

---

১. সহীহ মুসলিম: ৫৯৪।

আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামসমূহ

﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"আর আল্লাহ্‌র জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।"[১]

আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন,

«إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিরানব্বইটি সুন্দর নাম আছে; একটি কম একশ'। যে এই নামগুলো সংরক্ষণ করলো, এগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করলো এবং সে অনুযায়ী আমল করলো; সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

১	اَللّٰهُ	আল্লাহ্ (সৃষ্টির বন্দেগী ও দাসত্বের অধিকারী)	২	اَلْأَوَّلُ	সর্বপ্রথম, অনাদি
৩	اَلْآخِرُ	সর্বশেষ, অনন্ত	৪	اَلظَّاهِرُ	প্রকাশ্য, সবার উপরে
৫	اَلْبَاطِنُ	গোপন, নিকটবর্তী	৬	اَلْعَلِيُّ	সুউচ্চ
৭	اَلْأَعْلَى	সুমহান	৮	اَلْمُتَعَالُ	সর্বোচ্চ

১. সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১৮০।

২. সহীহ বুখারী: ২৭৩৬, সহীহ মুসলিম: ২৬৭৭।

৯	اَلْعَظِيْمُ	অতি মহান	১০	اَلْمَجِيْدُ	অতি সম্মানিত
১১	اَلْكَبِيْرُ	সুমহান	১২	اَلسَّمِيْعُ	সর্বশ্রোতা
১৩	اَلْبَصِيْرُ	সর্বদ্রষ্টা	১৪	اَلْعَلِيْمُ	সর্বজ্ঞ
১৫	اَلْخَبِيْرُ	সবিশেষ অবহিত	১৬	اَلْحَمِيْدُ	সর্বপ্রশংসিত
১৭	اَلْعَزِيْزُ	মহাপরাক্রমশালী	১৮	اَلْقَدِيْرُ	অতীব ক্ষমতাবান
১৯	اَلْقَادِرُ	ক্ষমতাশালী	২০	اَلْمُقْتَدِرُ	সর্বক্ষম
২১	اَلْقَوِىُّ	প্রবল শক্তিমান	২২	اَلْمَتِيْنُ	মহাশক্তিমান
২৩	اَلْغَنِيُّ	অভাবমুক্ত	২৪	اَلْحَكِيْمُ	প্রজ্ঞাময়
২৫	اَلْحَلِيْمُ	পরম সহিষ্ণু	২৬	اَلْعَفُوُّ	পাপমোচনকারী
২৭	اَلْغَفُوْرُ	মহাক্ষমাশীল	২৮	اَلْغَفَّارُ	অতিমার্জনাকারী
২৯	اَلتَّوَّابُ	তাওবা কবুলকারী	৩০	اَلرَّقِيْبُ	তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষক
৩১	اَلشَّهِيْدُ	প্রত্যক্ষদর্শী	৩২	اَلْحَفِيْظُ	রক্ষণাবেক্ষণকারী
৩৩	اَللَّطِيْفُ	সূক্ষ্মদর্শী ও অনুগ্রহকারী	৩৪	اَلْقَرِيْبُ	নিকটবর্তী
৩৫	اَلْمُجِيْبُ	সাড়াদানকারী	৩৬	اَلْوَدُوْدُ	অতিস্নেহময়
৩৭	اَلشَّاكِرُ	পুরস্কারদাতা	৩৮	اَلشَّكُوْرُ	গুণগ্রাহী
৩৯	اَلسَّيِّدُ	অধিপতি	৪০	اَلصَّمَدُ	স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী
৪১	اَلْقَاهِرُ	পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী	৪২	اَلْقَهَّارُ	প্রবল প্রতাপশালী

৪৩	اَلْجَبَّارُ	প্রতাপশালী	৪৪	اَلْحَسِيْبُ	হিসেবকর্তা
৪৫	اَلْهَادِيُ	পথপ্রদর্শক	৪৬	اَلْحَكَمُ	ফয়সালাকারী
৪৭	اَلْقُدُّوْسُ	অতিপবিত্র	৪৮	اَلسَّلَامُ	মহাপবিত্র
৪৯	اَلْبَرُّ	কৃপাময়	৫০	اَلْوَهَّابُ	মহাদাতা
৫১	اَلرَّحْمٰنُ	দয়াময়	৫২	اَلرَّحِيْمُ	পরম দয়ালু
৫৩	اَلْكَرِيْمُ	মহানুভব	৫৪	اَلْأَكْرَمُ	মহামহিমান্বিত
৫৫	اَلرَّءُوْفُ	অতি দয়ার্দ্র	৫৬	اَلْفَتَّاحُ	শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী
৫৭	اَلرَّازِقُ	রিযিক দানকারী	৫৮	اَلرَّزَّاقُ	মহারিযিকদাতা
৫৯	اَلْحَيُّ	চিরঞ্জীব	৬০	اَلْقَيُّوْمُ	স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বসত্তার ধারক
৬১	اَلرَّبُّ	রব, প্রতিপালক	৬২	اَلْمَلِكُ	প্রকৃত মালিক
৬৩	اَلْمَلِيْكُ	মহাঅধিপতি	৬৪	اَلْوَاحِدُ	এক
৬৫	اَلْأَحَدُ	এক ও অদ্বিতীয়	৬৬	اَلْمُتَكَبِّرُ	অহংকারকারী
৬৭	اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা	৬৮	اَلْخَلَّاقُ	মহাস্রষ্টা
৬৯	اَلْبَارِئُ	উদ্ভাবনকর্তা	৭০	اَلْمُصَوِّرُ	রূপদাতা
৭১	اَلْمُؤْمِنُ	সত্যায়নকারী	৭২	اَلْمُهَيْمِنُ	সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক
৭৩	اَلْمُحِيْطُ	পরিবেষ্টনকারী	৭৪	اَلْمُقِيْتُ	ক্ষমতাবান, রক্ষক, প্রত্যক্ষদর্শী, খাদ্যদানকারী

৭৫	اَلْوَكِيْلُ	তত্ত্বাবধায়ক	৭৬	اَلْكَافِيْ	যথেষ্ট
৭৭	اَلْوَاسِعُ	প্রাচুর্যময়	৭৮	اَلْحَقُّ	অতীব সত্য
৭৯	اَلْجَمِيْلُ	অতীব সুন্দর	৮০	اَلرَّفِيْقُ	কোমল
৮১	اَلْحَيِيُّ	অতি লজ্জাশীল	৮২	اَلسِّتِّيْرُ	গোপনকারী
৮৩	اَلْإِلٰهُ	মা'বূদ, উপাস্য	৮৪	اَلْقَابِضُ	সংকোচনকারী
৮৫	اَلْبَاسِطُ	সম্প্রসারণকারী	৮৬	اَلْمُعْطِىُ	মহাদাতা
৮৭	اَلْمُقَدِّمُ	অগ্রসরকারী	৮৮	اَلْمُؤَخِّرُ	পশ্চাদপদকারী
৮৯	اَلْمُبِيْنُ	স্পষ্ট	৯০	اَلْمَنَّانُ	পরম অনুগ্রহশীল
৯১	اَلْوَلِيُّ	বন্ধু, অভিভাবক	৯২	اَلْمَوْلٰى	অভিভাবক
৯৩	اَلنَّصِيْرُ	সাহায্যকারী	৯৪	اَلشَّافِيْ	আরোগ্যদাতা

৯৫	مَالِكُ الْمُلْكِ	সার্বভৌম রাজত্বের মালিক
৯৬	جَامِعُ النَّاسِ	মানুষদেরকে সমবেতকারী
৯৭	نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ	আসমানসমূহ ও জমিনের আলো
৯৮	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী
৯৯	بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ	আসমানসমূহ ও জমিনের উদ্ভাবক

***